দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 APR 1991
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

পাঠ্যপুস্তকের দাম

গোপালগঞ্জের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ পাঠ্যপুস্তকের চড়ামূল্যের জন্য দারুণ অসুবিধায় পড়েছেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত বই-এর বাইরের যে সব বই পাঠ্য করেছেন সেগুলিরই দাম বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণেরও উপরে।

জাতির বাঞ্ছিত উন্নতির জন্য শিক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার অপরিহার্য। দেশবাসী যত বেশী ও যত তাড়াতাড়ি শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবেন, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি তত বেশী মসৃণ ও ত্বরান্বিত হবে। এর শুভ পরিণাম হিসাবে দেশ একদিকে যেমন আজকের প্রাগ্রসর দুনিয়ার অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে, অন্যদিকে তেমনি পাবে অপরিমেয় শিক্ষিত জনশক্তি। আজকের প্রতিটি উন্নত দেশের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষা ও শিক্ষিত জনশক্তিরঅবদান।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি এবং সামগ্রিক অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচনই আমাদের জাতির এখন সবচেয়ে বড় অভীষ্ট উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বছরের পথ আমাদের পড়ি দিতে হবে ছ'মাসে। দেশের শিক্ষিতের হার যত বেশী হবে, তত গতিশীল হবে উন্নয়ন উদ্যোগ। জনসাধারণ সংস্কার-কুসংস্কার ও পেছনমুখী চিন্তার জগদ্দল পাথরের বেড়ি ভেঙে সামনে দেখতে পারবে এবং এগিয়ে যেতে পারবে প্রগতির পথে। একারণেই সমাজ ও সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর এত বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা-পদক্ষেপ নিচ্ছেন, স্থাপন করছেন অসংখ্য শিক্ষায়ন। ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করা হচ্ছে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের শ্লথগতি এবং ছাত্রছাত্রীদের বিপুল ড্রপ আউটের সবচেয়ে বড় কারণ জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য। শিক্ষা ব্যয় বহন করতে পারেন না বলেই বহু অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। যারা ভর্তি হয়ও তাদের একটি বড় অংশ এই একই কারণে মাঝপথে ঝরে পড়ে। এই সত্য উপলব্ধি করেই সরকার কমদামে শিক্ষা উপকরণ বিশেষত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদনবহির্ভূত বই স্কুলে পাঠ্য না করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন সকল স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের পছন্দ অনুসারে বেশী দামের বোর্ডের বাইরের বই পাঠ্য করছেন। বোর্ডের বাইরের বইয়ের দাম কত বেশী তার একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে উপরোক্ত খবরটিতে। বোর্ড অনুমোদিত একটি ইংরেজী গ্রামার ও অনুদিত বইয়ের দাম যেখানে সাঁইত্রিশ টাকা সেখানে বাইরের এই বইয়ের দাম তিরাশি টাকা।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের দাম ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের নাগালের মধ্যে রাখা শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই অত্যাবশ্যক। এজন্য শুধুমাত্র বোর্ড রচিত বা অনুমোদিত বই স্কুলে পাঠ্য হতে হবে। এসব বই মানে যেমন উন্নত হতে হবে, তেমনি সস্তা হতে হবে দামেও। বোর্ডের নির্ধারিত বইয়ের বাইরের বই পাঠ্য না করার নিষেধাজ্ঞার প্রতিপালন কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। বোর্ডের বইগুলির মান উন্নত, ত্রুটিমুক্ত ও দেখতে শোভন হওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক খাতে ভরতুকির প্রয়োজন পড়লেও তা দিতে বলব আমরা। কারণ, এটি জাতির জন্য একটি লাভজনক বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ যত বেশী হবে, দেশের শিক্ষারও তত বেশী বিস্তার ঘটবে, উন্নত হবে শিক্ষার মান। এছাড়া, স্কুল পর্যায় পর্যন্ত একই বই পাঠ্য থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা বিস্তারে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।